আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

আনাড়ি হল আঁকিয়ে

'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো

আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

আনাড়ি হল আঁকিয়ে

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম
ছবি এঁকেছেন বরিস কালাউশিন

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

তুলিবুলি ছিল খুব ভালো আঁকিয়ে। সে সব সময় পোশাকের ওপর এক ধরনের লম্বা জোব্বা পরত। তুলিবুলি যখন তার জোব্বা পরে লম্বা লম্বা চুলসমেত মাথাটা পেছনে হেলিয়ে রঙতুলি হাতে ইজেলের সামনে দাঁড়াত তখন তাকে যা দেখতে হত! যে কেউ তাকে দেখামাত্রই বলবে যে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন খাঁটি আঁকিয়ে।

আনাড়ির বাজনা যখন আর কেউ শুনতে চাইল না তখন আনাড়ি ঠিক করল যে সে আঁকিয়ে হবে। তুলিবুলির কাছে এসে সে বলল:

'শোন্ তুলিবুলি, আমিও আঁকিয়ে হব ঠিক করেছি। আমাকে কিছু রঙ আর একটা তুলি দে।'

তুলিবুলি মোটেই লোভী নয়। সে আনাড়িকে নিজের পুরনো রঙ আর তুলি উপহার দিল। এই সময় আনাড়ির কাছে এলো তার বন্ধু ঝাঁকড়া। আনাড়ি বলল:

'বোস্ ঝাঁকড়া, এইবার আমি তোর ছবি আঁকব।'

ঝাঁকড়া মহা খুশি হয়ে তড়বড় করে চেয়ারে গিয়ে বসল। আনাড়িও ওকে আঁকতে শুরু করে দিল। আনাড়ির ইচ্ছে ছিল ঝাঁকড়াকে বেশ সুন্দর করে আঁকে। তাই সে তার নাক আঁকল লাল রঙ দিয়ে, কানজোড়া করল সবুজরঙের, ঠোঁট নীল আর চোখ কমলারঙের। ছবিতে তার চেহারা কেমন দাঁড়াল দেখার জন্য ঝাঁকড়ার আগ্রহ হচ্ছিল। সে কিছুতেই চেয়ারে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিল না, অনবরত ছটফট করছিল।

'অমন ছটফট করবি নে, ছটফট করবি নে। অমন করলে কিন্তু চেহারার কোন মিল থাকবে না,' আনাড়ি তাকে বলল।

'তা এখন চেহারার মিল হচ্ছে ত?' ঝাঁকড়া জিজ্ঞেস করল।

'খুবই মিল হচ্ছে,' ছবির মুখের ওপর বেগনী রঙের গোঁফ জুড়ে দিয়ে বলল আনাড়ি।

'দ্যাখা দেখি, কী হল!' ছবিটা শেষ হতে ঝাঁকড়া বলল।

আনাড়ি দেখাল।

'হুঃ আমি বুঝি দেখতে এই রকম?' ঝাঁকড়া আঁতকে উঠে চেঁচিয়ে বলল।

‘অবশ্যই এরকম। তাছাড়া কী?’

‘গোঁফ আঁকতে গেলি কী বলে? আমার ত আর গোঁফ নেই।’

‘কোন না কোন সময় গজাবে ’খন।’

‘আর নাক লাল কেন?’

‘লাল করেছি এই জন্যে যাতে আরও সুন্দর দেখায়।’

‘চুল নীল কেন? আমার চুল নীল নাকি?’

‘নীলই ত,’ আনাড়ি জবাব দিল। ‘তবে তোর যদি পছন্দ না হয় তাহলে সবুজও করে দিতে পারি।’

ঝাঁকড়া বলল:

‘না, এটা একটা বাজে ছবি হয়েছে। দে, আমি ছিঁড়ব।’

‘শিল্পকর্ম নষ্ট করতে চাস তুই?’ আনাড়ি বলল।

ঝাঁকড়া ওর কাছ থেকে ছবিটা কেড়ে নিতে গেল। দু’জনের মধ্যে বেধে গেল মারামারি। গোলমাল শুনে চোকস, বটিকা-ডাক্তার এবং আরও খোকনরা ছুটে এলো।

‘তোমরা অমন মারামারি করছ কেন?’ সকলে জিজ্ঞেস করল।

ঝাঁকড়া চিৎকার করে বলল:

‘এই যে তোমরাই বিচার কর: আচ্ছা, বল দেখি এখানে কে আঁকা আছে? আমি নই, তাই না?’

টোটারাম
বক্কেশ্বর
ধপকেপুলি
নাটু
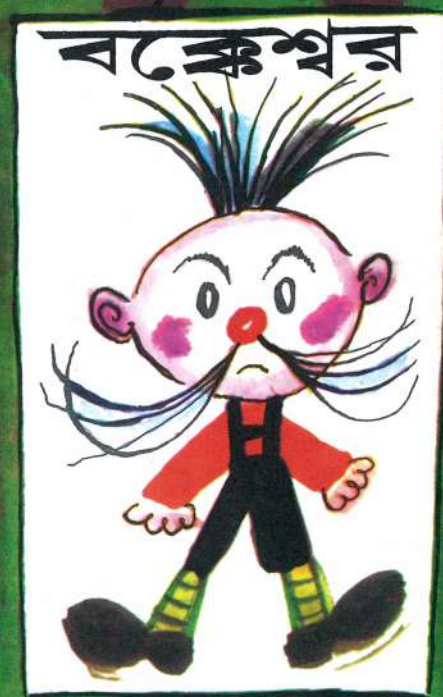
খোকনরা জবাব দিল:

'তুই নোস, অবশ্যই নোস। এ ত দেখছি বাগানের কোন্ এক কাকতাড়ুয়া আঁকা হয়েছে।'

আনাড়ি বলল:

'তোমরা বুঝতে পার নি নীচে লেখা নেই বলে। এখন আমি লিখে দিলেই বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না।'

আনাড়ি পেন্সিল নিয়ে ছবির তলায় ছাপার হরফে লিখে দিল: 'ঝাঁকড়া'। তারপর ছবিটা দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে বলল:

'ঝুলুক। দেখুক সবাই, কারও দেখতে বাধা নেই।'

ঝাঁকড়া বলল:

'আচ্ছা, দেখা যাবে, তুই যখন ঘুমোবি তখন আমি এসে ঠিক নষ্ট করে যাব ছবিটা।'

'রাতে আমি ঘুমোবই না, আমি পাহারা দেব,' আনাড়ি বলল।

ঝাঁকড়া মনের দুঃখে বাড়ি চলে গেল। আনাড়ি কিন্তু সত্যি সত্যি সন্ধ্যাবেলায় ঘুমোতে গেল না।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন সে রঙ নিয়ে সকলকে আঁকতে শুরু করে দিল। পিঠেপুলিকে এমন মোটা করে আঁকল যে ছবির কাগজে ধরলই না।

ব্যস্তবাগীশের শরীরটা আঁকল দুটো টিঙটিঙে পায়ের ওপর আর পেছনে কেন জানি জুড়ে দিল কুকুরের লেজ। শিকারী টোটারামকে আঁকল তুতুরামের পিঠে সওয়ার করে। বটিকা-ডাক্তারের নাকের জায়গায় আঁকল থার্মোমিটার। কী জন্য কে জানে চৌকসের আঁকল গাধার কান। মোট কথা সবাইকে আঁকল মজার আর উদ্ভট উদ্ভট করে।

সকাল বেলায় সে এই ছবিগুলোকে দেয়ালে টাঙাল, প্রত্যেকটার নীচে কোন্‌টা কে, তাও লিখল। মোটের ওপর দস্তুরমতো একটা প্রদর্শনী যাকে বলে!

প্রথমে ঘুম ভাঙল বটিকা-ডাক্তারের। দেয়ালে ছবিগুলো দেখতে পেয়ে সে হাসতে লাগল। ছবিগুলো তার এত মনে ধরল যে সে তার নাকের ওপর চশমা এঁটে বেশ ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। এককেটা ছবির সামনে এসে দাঁড়ায় আর অনেকক্ষণ ধরে হাসে।

'সাবাস, আনাড়ি! জীবনে কখনও এমন হাসি নি!' বটিকা-ডাক্তার বলল।

শেষকালে নিজের ছবিটার সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল, কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল:

'এটা কে, অ্যাঁ? এটা আমি নাকি? না, এটা আমি নই। এই ছবিটার সঙ্গে আমার চেহারার মোটেই মিল নেই। তুই বরং এটা তুলে নে।'

'তুলতে যাব কেন? ঝুলুক,' আনাড়ি বলল।

বটিকা-ডাক্তার মনে দুঃখ পেয়ে বলল:

'দেখে মনে হচ্ছে তোর অসুখ করেছে, আনাড়ি। তোর চোখের কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। আমার নাকের জায়গায় থার্মোমিটার, এটা তুই কখন্ দেখলি? না, তোকে ক্যাস্টর অয়েল খেতে হবে দেখছি।'

আনাড়ি ক্যাস্টর অয়েল একেবারেই ভালোবাসত না। সে ভয় পেয়ে গিয়ে বলল:

'না না! এখন আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি ছবিটা খারাপ হয়েছে।'

সে দেয়াল থেকে বটিকা-ডাক্তারের ছবিটা তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল।

তুলিঝুলি

বটিকা-ডাক্তারের পর ঘুম ভাঙল শিকারী টোটারামের। ছবিগুলো তারও পছন্দ হল। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে তার পেট ফেটে যাবার দাখিল হল। তারপর নিজের ছবিটা চোখে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তার মেজাজ গেল বিগড়ে।

সে বলল:

'এটা বাজে ছবি। আমার মতন দেখতে হয় নি। তুলে নে, নইলে কিন্তু আমি তোকে শিকারে নিয়ে যাব না।'

ফলে শিকারীর ছবিও দেয়াল থেকে না তুলে উপায় রইল না আনাড়ির।

একে একে সবগুলোর ব্যাপারেই এরকম হল। সকলেরই তার নিজেরটা বাদে অন্যদের ছবিগুলো পছন্দ।

সবার শেষে ঘুম ভাঙল তুলিবুলির। সে অমনিতেই সকলের চেয়ে বেশিক্ষণ ঘুমোত। দেয়ালে নিজের ছবি দেখতে পেয়ে সে বেজায় রেগে গেল, রেগে গিয়ে বলল এটা একটা অপদার্থ, শিল্পবিরোধী জবড়জং। তারপর সে দেয়াল থেকে ছবিটা ছিঁড়ে ফেলল, আনাড়ির কাছ থেকে রঙ আর তুলিও কেড়ে নিল।

দেয়ালে রয়ে গেল কেবল ঝাঁকড়ার ছবি। আনাড়ি সেটা তুলে নিয়ে চলল তার বন্ধুর কাছে।

সে বলল:

'ঝাঁকড়া, তুই যদি চাস তোর ছবিটা আমি তোকে উপহার দিতে পারি। তার বদলে তুই আমার সঙ্গে ভাব করবি, বল্?'

ঝাঁকড়া ছবিটা নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে বলল:

'আচ্ছা, ঠিক আছে, ভাব। তবে হ্যাঁ, আরেকবার এঁকেই দ্যাখ না, কখ্খনো ভাব করতে যাব না।'

আনাড়ি জবাব দিল:

'আমি আর কখনও আঁকতে যাচ্ছি না। এত করে সব ছবি আঁকলাম কেউ একটা ভালো কথা ত বলেই না, উলটে গালাগাল করে। আঁকিয়ে হবার আর সাধ নেই।'
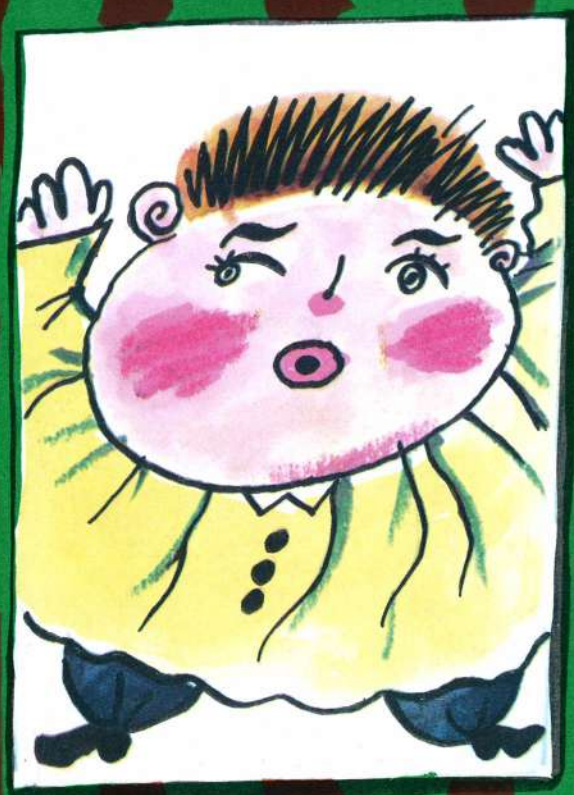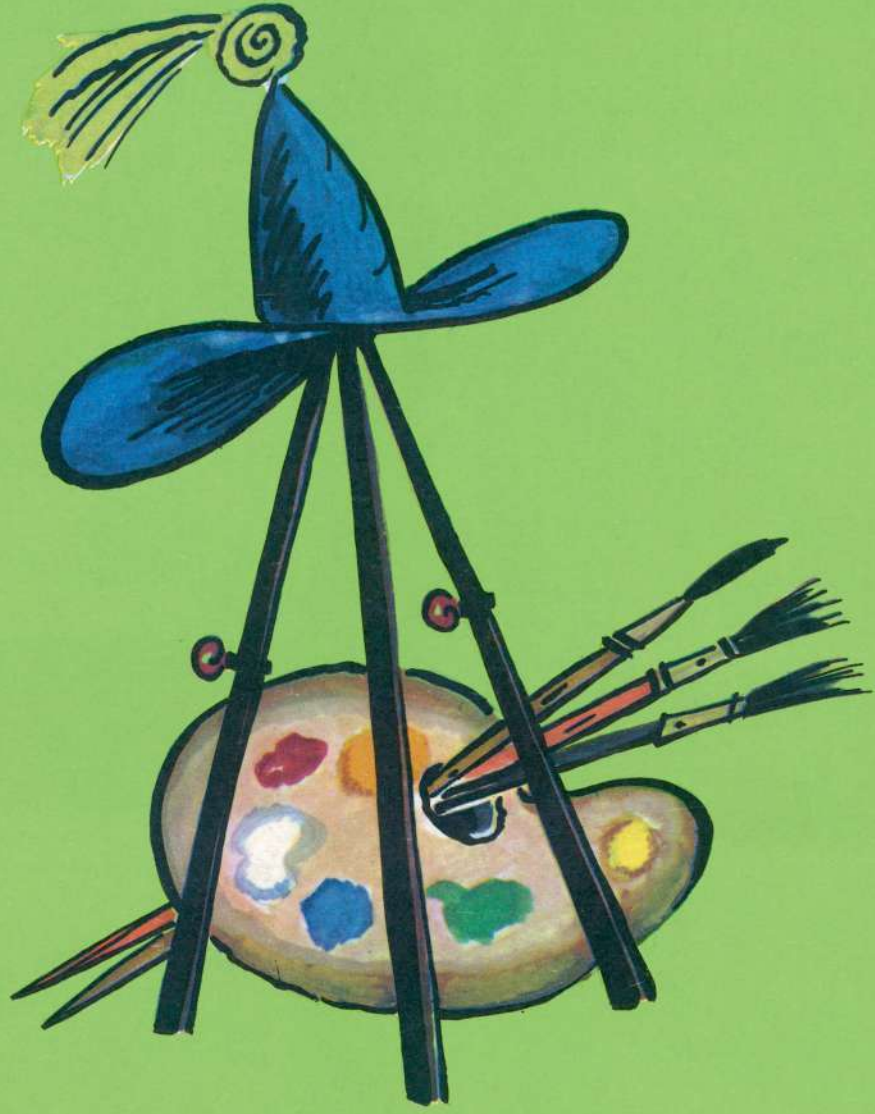
আনাড়ি ও তার বন্ধুদের কাহিনী যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে 'আনাড়ির কাণ্ডকারখানা' সিরিজের অন্যান্য বই পড়ে ফুলনগরীর অধিবাসী রূপকথার নায়কদের আরও কাণ্ডকারখানার পরিচয় পেতে পার।